

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

225160 - উপদশে দয়োর আদবসমূহ

প্রশ্ন

কাউকে উপদশে দয়োর রূপরখো ক? উপদশে ক নিরিজনে দতি হব; নাকি সবার সামনে? কে উপদশে দয়োর যোগ্য?।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উপদশে হচ্চে মুসলমি ভ্রাতৃত্ববরে গুরুত্বপূর্ণ একটা আলামত। এটা পূর্ণ ঈমান ও পরপূর্ণ ইহসান শ্রণীর গুণ। কারণ কোন মুসলমি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজরে জন্ম যা ভালবাসে তার মুসলমি ভাই-এর জন্মেও তা ভালবাসে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজরে জন্ম যা অপছন্দ করে তার মুসলমি ভাই-এর জন্মেও তা অপছন্দ করে। আর এটাই হচ্চে- উপদশে দয়োর প্রেরণা।

সহি বুখারী (৫৭) ও সহি মুসলমি (৫৬)-এ জাবরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসছে যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, নামায আদায় করব, যাকাত প্রদান করব এবং প্রতিযকে মুসলমিরে কল্যাণ কামনা করব।”

সহি মুসলমি (৫৫) তামমি আদ-দারি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “দ্বীন হচ্চে- নাসীহা (উপদশে, কল্যাণ কামনা)। আমরা বললাম: কার জন্ম? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্ম, তাঁর কতিবরে জন্ম, তাঁর রাসূলরে জন্ম, মুসলমি নত্ববর্ণরে জন্ম এবং সাধারণ মুসলমানদরে জন্ম।”

ইবনুল আছরি (রহঃ) বলেন:

সাধারণ মুসলমানদরে জন্ম নসীহত হচ্চে- তাদেরকে নিজদেরে কল্যাণরে দকি-নির্দশেনা দয়ো। [আন-নহিয়া (৫/১৪২) থেকে সমাপ্ত]

নসীহা পশে করার সাধারণ কিছু শষ্টিচাচর রয়েছে কামলপ্রাণ উপদশেদাতার এ শষ্টিচাচরগুলতে ভূষতি হওয়া বাঞ্ছনীয়:

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উপদশে দায়ের প্ররোণা যনে হয় মুসলমি ভাই-এর কল্যাণ সাধন করার ভালবাসা থেকে এবং অকল্যাণকে অপছন্দ করা থেকে। ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: আর মুসলমানদের প্রতিনীহা হচ্ছ: নজিরে জন্য যা ভালবাসে তাদরে জন্যও সটোকৈ ভালবাসা। নজিরে জন্য যটোকৈ অপছন্দ করে তাদরে জন্যও সটোকৈ অপছন্দ করা। তাদরে প্রতিদয়াশীল হওয়া, ছোটদেরকে স্নহে করা, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করা। তাদরে দুঃখে দুঃখী হওয়া। তাদরে খুশিতে আনন্দতি হওয়া; যদিও এতে তার দুনিয়াবী ক্শতি হোক না কনে; যমেন জনিসিপত্রে দাম কমে যাওয়া; ফলে সে যা কিছু বক্রিকিরে ব্যবসা করে তাতে লাভ না হওয়া। অনুরূপ কথা প্রযোজ্য সাধারণভাবে যা কিছু মুসলমি উম্মাহর ক্শতিকিরে সে ক্শত্রেও। যা কিছু তাদরে সংশোধন করবে, তাদরে মলেবন্ধনকে অটুট রাখবে, নয়োমতরে ধারা অব্যাহত রাখবে সটোকৈ ভালবাসা। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদরে বজিয়া হওয়াকে এবং তাদরে থেকে সব ধরণের বপিদ ও অনষ্টি দূরীভূত করাকে ভালবাসা। আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন: নসীহা হচ্ছ: এমন একটা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা উপদশেদাতার পক্ষ থেকে উপদশেগ্রহীতার যাবতীয় উপায়ে সব ধরণের হতিকামনা ও হতি সাধনকে বুঝায়। [জামউল উমূললি হকাম (পৃষ্ঠা-৮০)]

উপদশে বা নসীহা পশে করার ক্শত্রে মুখলসি তথা আন্তরিকি হওয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা। মুসলমি ভাই-এর উপর বড়ত্ব ও শ্রেষ্টত্ব জাহরি করা নয়।

উপদশে হতে হবে নরিভজোল ও খয়োনত মুক্ত। শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: النصح (আন-নুসহ) শব্দরে অর্থ হচ্ছ: যে কোন কচ্ছিতে ঐকান্তিকিতা, তাতে ভজোল ও খয়োনত না থাকা। আরবদেরে কথায় এর উদাহরণ হচ্ছ: نصح ناصح অর্থ খাঁটা সোনো অর্থাত্ ভজোলমুক্ত সোনো। আরও বলা হয়: غسل ناصح অর্থ ভজোল ও মোম মুক্ত মধু। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায, (৫/৯০) থেকে সমাপ্ত]

উপদশে দায়ের উদ্দেশ্য যনে না দোষারোপ করা বা ভ্রংসনা করা। ইবনে রজব (রহঃ) এর একটা বিশিষে পুস্তকি রয়েছে: ‘আল-ফারকু বাইনান নাসহি ওয়াত তা’য়ীর’ (উপদশে ও ভ্রংসনা এর মধ্যযে পার্থক্য)।

উপদশে দতি হবে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার চতেনা নয়ি। কর্কশ ও কঠনি ভায় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি মানুষকে দাওয়াত দনি আপনার রবরে পথে হকিমত ও সদুপদশে দ্বারা এবং তাদরে সাথে সাথে তরক করবনে উত্তম পন্থায়।” [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫]

উপদশে হতে হবে জ্ঞাননরিভর, ব্যাখ্যামূলক ও যুক্তভিত্তিকি। শাইখ সা’দী (রহঃ) বলেন: হকিমত হচ্ছ: জ্ঞানেরে মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া; অজ্ঞতার ভিত্তিতে নয় এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণটি আগে শুরু করা; এরপর পররেটি। এবং মানুষেরে স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তিরি যটো কাছাকাছি সটো দয়ি শুরু করা। যটো মানুষ পুরোপুরি গ্রহণ করবে সটো দয়ি শুরু করা।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কোমলতা ও নম্রতা দিয়ে দাওয়াত দাও। যদি জিঞ্জিৎসার প্রতিনিয়তস্বীকার করে তাহলে ভাল; নচেৎ সদুপদেশে দায়ের পন্থা অবলম্বন করবে। আর তা হল- উৎসাহ প্রদান ও ভীতপ্রদর্শনের মাধ্যমে আদর্শে ও নরিদর্শে। যদি দাওয়াতের টার্গেটেক্ত ব্যক্তিমিনে করে যে, সে যেটোর উপর আছে সেটো হক্ব কথিবা সে বাতলি এর দকি আহ্বান করে সক্ষেত্রে তার সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করত হব। এগুলো হচ্ছ- দাওয়াতের পন্থা; যুক্তির নরিখি ও শরয়িতের দৃষ্টিতে এ গুলোর মাধ্যমে দাওয়াত দলি সাড়া দায়ের সম্ভাবনা অধিক। এর মধ্যে রয়েছে টার্গেটেক্ত ব্যক্তি যে সব দললি বশ্বাস করে সেগুলো দিয়ে তার বরিদ্বধে প্রমাণ উপস্থাপন করা। এটি উদ্দেশ্য হাছলিরে সর্বোত্তম পন্থা। বতিরক্ব যনে ঝগড়াঝাঁটি ও গালাগালতি পরণিত না হয়। তাহলে উদ্দেশ্য ভসেতে যাবে, কোন লাভ হব না। বতিরক্বের উদ্দেশ্য যনে হয় মানুষকে সত্যেরে পথ দেখানো; তাদরেকে পরাজতি করা নয়। [তাফসরি সা'দী (পৃষ্ঠা-৪৫২) থেকে সমাপ্ত]

উপদেশে দতি হব গোপনে। প্রকাশ্যে মানুষেরে সামনে নয়। তবে, কল্যাণেরে দকি প্রবল হলে প্রকাশ্যে উপদেশে দাও যতে পারে। ইবনে রজব (রহঃ) বলনে: সলফে সালহীন যখন কাউকে উপদেশে দতি চাইতনে তখন তারা তাকে গোপনে সদুপদেশে দতিনে। এমনকি তাদরে কটে কটে বলছেন: যে ব্যক্তি তার মুসলমি ভাইকে একান্তে উপদেশে দয়িছে সেটাই নসীহা। আর যে ব্যক্তি মানুষেরে সামনে সদুপদেশে দয়িছে সে তাকে ভরৎসনা করছে। ফুযাইল (রহঃ) বলনে: ঈমানদার লোক দোষ গোপন রাখে ও উপদেশে দয়ে। আর পাপী লোক বহেজ্জত করে ও ভরৎসনা করে। [জামউল উলুমি ওয়াল হকিম (১/২৩৬) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে হাযম (রহঃ) বলনে: যদি তুমি উপদেশে দতি চাও তাহলে গোপনে দাও; প্রকাশ্যে নয়। ইঞ্জগতি দাও, সরাসরি নয়। যদি সে তোমার ইঞ্জগতি না বুঝে তাহলে সরাসরি উপদেশে দাও ছাড়া উপায় নহে...। যদি তুমি এ দকিগুলো এড়িয়ে যাও তাহলে তুমি জালমি; তুমি হিতৈষী নও। [আল-আখলাক ওয়াস সয়্যার (পৃষ্ঠা-৪৫) থেকে সমাপ্ত]

তবে, প্রকাশ্যে উপদেশে দানেরে মধ্যে যদি কোন অগ্রগণ্য কল্যাণ থাকে তাহলে প্রকাশ্যে উপদেশে দতি কোন আপত্তি নহে। উদাহরণত যে ব্যক্তি কোন আকদির মাসয়ালায় জনসম্মুখে ভুল করছে; যাত করে তার কথা দ্বারা মানুষ বহিরান্ত না হয় এবং তার ভুলেরে অনুসরণ না করে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সুদকে জায়যে বলে প্রকাশ্যে তার প্রত্যুত্তর দাও। কথিবা যে ব্যক্তি মানুষেরে মাঝে বদিত ও পাপকর্মেরে প্রসার ঘটায়। এ ধরণেরে লোককে প্রকাশ্যে উপদেশে দাও শরয়িতসম্মত। বরং কখনও কখনও অগ্রগণ্য কল্যাণ হাছলি ও প্রবল সম্ভাবনাময় ক্ষতি প্রতিরোধার্থে ওয়াজবি।

ইবনে রজব (রহঃ) বলনে: যদি তার উদ্দেশ্য হয় নছিক সত্যকে তুলে ধরা এবং যাত করে মানুষ বক্তার ভুল কথা দ্বারা প্রতারতি না হয় তাহলে নঃসন্দহে সে ব্যক্তি তার নয়িতেরে কারণে সওয়াব পাবে। তার এ কর্ম ও এ নয়িতেরে মাধ্যমে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুসলমি নত্বেবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদেরে কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত হব। [আল-ফারকু বাইনান নাসীহা

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ওয়াত তা'যীর (পৃষ্ঠা-৭)]

উপদশেদাতা সবচেয়ে সুন্দর ভাষা নির্বাচন করা এবং উপদশে গ্রহীতার সাথে ক্রমোন্নত হওয়া ও নরম ভাষা ব্যবহার করা।

গোপন বিষয় গোপন রাখা, মুসলিমের ত্রুটি লুকিয়ে রাখা, সম্মানে আঘাত না করা। উপদশেদাতা হচ্চেনে- দয়ালু, ক্রমোন্নতপ্রাণ, কল্যাণকামী, দোষ গোপন রাখতে আগ্রহী।

উপদশে দয়োর আগে যাচাইবাছাই করে নিশ্চিত হওয়া। ধারণার উপর নির্ভর না করা। যাতনে করে তার মুসলিমি ভাই-এর মাঝে যেন দোষ নাই তার উপর সেন দোষ আরোপ না করা হয়।

উপদশে দয়োর জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: “অন্তরগুলোর স্পৃহা ও চঞ্চলতা আছে। আবার জড়তা ও পছুটান আছে। সুতরাং স্পৃহা ও চঞ্চলতার সময় অন্তরগুলোকে কাজে লাগাও এবং জড়তা ও পছুটানের সময় ছাড় দাও।” [ইবনুল মুবারক ‘আল-যুদহ’ (নং-১৩৩১) উক্তটি বর্ণনা করছেন]

উপদশেদানকারী মানুষকে যেন আদশে দচ্ছনে নজি সটোর উপর আমলকারী হওয়া এবং যা থেকে নিষেধে করছেন নজি সটো বর্জনকারী হওয়া। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে তাদের কথা ও কাজের অমলিরে কারণে তরিস্কার করে বলেন: “তমরা কি মানুষকে সৎকর্মে নর্দশে দাও এবং নজিরো নজিদেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তমরা কতিব পাঠ কর? তবুও কতি তমরা চন্িতা কর না?” [সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৪] যেন ব্যক্তি মানুষকে সৎকাজেরে আদশে করে কন্িতু নজি করে না এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধে করে কন্িতু নজি সটো করে তার ব্যাপারে কঠনি হুশিয়ারি এসছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।